Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুন্নাহের ক্ষতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা আক্তার বৃষ্টি

রোলঃ 228021442

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুন্নাহের ক্ষতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা আক্তার বৃষ্টি

রোলঃ 228021442

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গুন্নাহের ক্ষতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহমিনা আক্তার বৃষ্টি , আইডিঃ 228021442 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গুন্নাহের ক্ষতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tahmina

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তাহমিনা আক্তার বৃষ্টি

আইডিঃ 228021442

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে শুরু করছি,যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু।আমরা প্রতিনিয়ত কোনো না কোন ভাবে গুনাহ হের সাথে জরিত হয়ে থাকি। হোক সেটা ছোট বা বড়। গুনাহর ক্ষতির শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে দুই পর্যায়েই আল্লাহ তা'য়ালা দিয়ে থাকবেন। আমরা জেনে না বুঝে অনেক গুনাহ করে থাকি। সকল আমাদে গুন্নাহ ও হারাম থেকে আমাদের নফস কে বাঁচাতে হবে। আইওএমের মাধ্যমে আমরা ২২৮ ব্যাচের সকল স্টুডেন্ট একটি করে থিসিস বা বইয়ের মাধ্যমে নিজের ইলম প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছি। আলহামদুল্লিাহ। প্রিয় নবী (সাঃ) এর জীবনে আমাদের জন্য অনেক নসিহা রেখে গেছেন।

গুন্নাহের প্রবেশদ্বার

'গুনাহ' শব্দটি বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত হলেও এটি মূলত ফার্সি শব্দ। [1] গুনাহ বুঝাতে বাংলায় আরও একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হচ্ছে পাপ। বাংলা অভিধানে এর অর্থ লেখা হয়েছে অন্যায়, কলুষ, দুষ্কৃতি ইত্যাদি। [2] আরবীতে গুনাহ বা পাপ বুঝানোর জন্য অনেকগুলো পরিভাষা ব্যবহৃত হয়।

মহান আল্লাহ আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ আমল করে এবং যারা পরস্পরে সত্যের উপদেশ দেয় এবং উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের' (আছর, ২-৩)।**”**

কেউ অলসতা করে সৎ আমল না করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেউ আবার মন্দ কাজ করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। অনেকেই আবার সৎ উদ্দেশ্যে সৎ আমল করেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রশ্ন হতে পারে, সৎ আমল করে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কীভাবে? এর উত্তর মহান আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন।

কিছু কাজের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। আবার কিছু কাজ করে মানুষ অজান্তেই ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং আল্লাহর নিকট যালিম হিসাবে প্রমাণিত হয়। অনেক সময় মানুষ নিজের অজান্তে এমন কিছু কাজ করে, যার কারণে সে মুশরিক হয়ে যায়। আমরা আখিরাতকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট হয়ে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছি।

গুনাহগার ব্যক্তির অন্তরে গভীর অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া

গুনাহগার ব্যক্তি তার অন্তরে ঠিক অন্ধকার রাত্রির ন্যায় অন্ধকার অনুভব করে। তার অন্তরের জন্য পাপকাজের অন্ধকার এমন হয়ে যায় যেমন চোখের অন্ধকার অনুভূত হয়। নিঃসন্দেহে আনুগত্য এক নূর আর অবাধ্যতা ও পাপাচার হলো অন্ধকার।হাদিসে আছে-অবশ্যই নেক কাজ চেহারায় ঔজ্জ্বল্য, অন্তরে নূর, রিজিকে প্রশস্ততা, শরীরের মধ্যে শক্তি ও মাখলুকের অন্তরে মহব্বত পয়দা করে। অথচ খারাপ কাজ করার কারণে চেহারা কুৎসিত হয়। অন্তর ও কবরে অন্ধকার, শরীরে দুর্বলতা, রিজিকে অপ্রশস্ততা ও মাখলুকের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। গুনাহ মানুষের অন্তরকে অন্ধকার করে দেয় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। গুনাহের কারণে মানুষের অন্তর কঠিন হয়ে যায়, ফলে সে সত্যকে ভুলে যায় এবং পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তাদের অন্তর কি কঠিন হয়ে গেছে? নাকি তারা আল্লাহর আযাবকে ভয় করে না? **”** (সুরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ১৩)

গুনাহ থেকে তাওবা করা এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল এবং দয়াবান। তিনি বান্দাকে তাওবার মাধ্যমে পুনরায় আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে চান।

গুনাহের প্রকারভেদ

গুনাহ বা পাপগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. কাবীরা গুনাহ বা বড় গুনাহ:যেমন শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা, বিদ্‘আত করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি।

২.সগীরা গুনাহ বা ছোট গুনাহ:যেগুলো কাবীরা গুনাহ নয় এমন গুনাহ; যেমন, পরনারীর প্রতি দ্বিতীয়বার তাকানো ইত্যাদি।

সগীরা গুনাহ আল্লাহ তা'য়ালা মাফ করলেও কবীরা গুনাহ কখনো মাফ করবেন না। যেমন: আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে প্রতিনিধিত্ব করা।

ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া

ইলম হলো এক নূর।যা অন্তরের মধ্যে জায়গা নেয়। আর গুনাহ এই নূরকে নির্বাপিত করে দেয়। যদি কেউ মেধা শক্তিকে শক্তিশালী বানাতে চায়, তাহলে গুনাহকে আজ থেকে পরিত্যাগ করতে হবে। ইলম হলো নূর,আর নূর কোনো পাপীকে দেওয়া হয় না। নেক ইলম অর্জনের দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবে। অনুরূপভাবে গুনাহের কারণে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গুনাহ অন্য গুনাহের সৃষ্টি করে

এক গুনাহ আরেক গুনাহর জন্ম দেওয়ার কারণ হয়। তার প্রভাব মানুষের ওপর এই পরিমাণ পতিত হয় যে, পরবর্তীতে গুনাহ পরিত্যাগ করা ও গুনাহর দুর্গ থেকে বের হওয়া তার সম্ভবপর হয় না।কোনো এক সালাফ বলেছেন- খারাপ কাজের সাজা হলো, তারপর অন্য আরেকটি খারাপ কাজ সংঘটিত হওয়া। আর নেক কাজের প্রতিদানের দলিল-প্রমাণ হলো, তারপর আরেকটি নেক কাজের তাওফিক অর্জিত হয়ে যাওয়া।

সহিহ হাদিসে বলা হয়েছে, মানুষ যদি গুনাহ না করতো, তবে আল্লাহ তাদেরকে সরিয়ে এমন জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করত ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত। অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে গুনাহকারী এবং তার ক্ষমা প্রার্থণাকারী গুনাহ না করা মানুষের চাইতে অনেক বেশি প্রিয়। আল্লাহ চান বান্দারা যেন বেশি বেশি গুনাহ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। কারণ গুনাহ না করলে ক্ষমা চাওয়ারও দরকার হয় না। গুনাহ থাকলেই মানুষ জাতির অস্তিত্ব থাকবে। গুনাহ না থাকলে আল্লাহও হয়তো অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

তওবা ও ইস্তিগফার দূরত্ব তৈরি হওয়া

তওবা অর্থ ফিরে আসা; ইস্তিগফার মানে ক্ষমা প্রার্থনা করা। 'নাস' (মানব) মানেই ভুল, 'ইনসান' (মানুষ) মানে যে ভুলে যায়। প্রথম মানুষই প্রথম ভুল করেছিলেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরম ক্ষমাশীল, অতীব করুণাময়। তিনি বান্দার ভুলত্রুটি, পাপতাপ, যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা ও মার্জনা করেন এবং দয়া বর্ষণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, সম্পদহানি, প্রাণহানি ও ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে; তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যারা তাদের প্রতি মুসিবত আপতিত হলে বলে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।" তাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।' (সুরা আল-বাকারা,
আয়াত: ১৫৫-১৫৭)

বান্দা ইস্তিগফার করলে আল্লাহ আজাব দূর করে দেন। কোরআন কারিমে বর্ণিত হয়েছে, 'আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না এবং তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তখনো আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না।' (সুরা আল-আনফাল, আয়াত:৩৩)

গুনাহ ব্যক্তির অন্তরকে অত্যন্ত দুর্বল বানিয়ে দেয়। অন্তরের মধ্যে নাফরমানি ও অবাধ্যতার শক্তি বৃদ্ধি পায় আর তাওবা করার ইচ্ছা আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে। এমনকি তার অন্তর থেকে পরিপূর্ণভাবে তাওবা করার ইচ্ছা শেষ হয়ে যায়। এমন অবস্থার সময় যদি তার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার দিকে কখনও মনোনিবেশ হয়ে তাওবাকারী হয় না। কখনও কখনও তার জবান থেকে ইস্তিগফারের শব্দাবলী উচ্চারিত হয়ে যায়, তারপরেও তার তাওবার কিছু হয় না।

অন্তরের মূল বিষয় অর্থাৎ লজ্জা শেষ হয়ে যাওয়া

লজ্জা সকল কল্যাণকাজের মূল, আর তা শেষ হয়ে যাওয়া সর্বপ্রকার কল্যাণ শেষ হয়ে যাওয়ার নামান্তর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-
সূরা গাফির: ৭-৯

الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

লজ্জা হলো সকল কল্যাণের মূল। ৫৯
তিনি আরও বলেন -

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

যখন তোমার লজ্জা না থাকে তখন যা ইচ্ছা করো। ৬০

গুনাহের ক্ষতিসমূহ

পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৎ আমল করার মাধ্যমে মানুষ যেমন লাভবান হয়, তদ্রূপ অসৎ আমলের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহান আল্লাহ আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ আমল করে এবং যারা পরস্পরে সত্যের উপদেশ দেয় এবং উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ”।(আছর, ২-৩)।

কেউ অলসতা করে সৎ আমল না করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেউ আবার মন্দ কাজ করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। অনেকেই আবার সৎ উদ্দেশ্যে সৎ আমল করেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রশ্ন হতে পারে, সৎ আমল করে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কীভাবে? এর উত্তর মহান আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন।

কিছু কাজের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। আবার কিছু কাজ করে মানুষ অজান্তেই ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং আল্লাহর নিকট যালিম হিসাবে প্রমাণিত হয়। অনেক সময় মানুষ নিজের অজান্তে এমন কিছু কাজ করে, যার কারণে সে মুশরিক হয়ে যায়।

আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করানো, বিপদে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সাহায্যকারী নির্ধারণ, মাজারে সিজদা করা, গায়রুল্লাহর নামে পশু যবেহ করা বা মান্নত করা প্রভৃতি কাজ স্পষ্ট শিরক। যা মানুষকে ইসলাম হতে বের করে দেয়। কেননা এই আমলগুলো বাতিলের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয়। আর যে আমল বাতিলের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, সে আমল অসৎ আমল এবং আমলকারী ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“আর যারা বাতিলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং আল্লাহকে অকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত ”(আনকাবুত-৫২)

আল্লাহর সাথে শিরক করা

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে শিরক করা। ।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

“নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই”(মায়েদা, ৭২)।

مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.(ّ

আনাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ' “হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার নিকট যমীন ভর্তি পাপ নিয়ে এসে শিরকমুক্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করো, তাহলে আমিও যমীন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হবো (সকল পাপ ক্ষমা করে দিব)”(তিরমিযী, হা/৩৫৪০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২১৩৫৯ মিশকাত)

পাঁচটি খারাপ অভ্যাসের ধারণকারী গুনাহের আলামত

সুনানে ইবনে মাজাহ এর মধ্যে সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস রয়েছে যে, আমি মুহাজিরদের দশজনের জামাতের দশম ব্যক্তি ছিলাম, যারা রাসুলের নিকট (ইলম অর্জনের জন্য) থাকত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মনোনিবেশ করলেন আর বললেন-

হে মুহাজিরগণ, তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। (সেই পাঁটি বিষয় নিম্নে আলোচিত হলো)

(১) যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্রেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনও দেখা যায়নি।

(২) যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। কঠিন বিপদ-মুসীবত পতিত হয় এবং চাপিয়ে দেওয়া হয় জালেম বাদশাহ বা দূর্নীতিপরায়নশাসক।

(৩) যখন কোনো জাতি নিজেদের যাকাতের সম্পদ দেওয়া বন্ধ করে দেয় তখন আসমানের বৃষ্টি বর্ষণকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর যদি সেখানে চতুষ্পদ জন্তু না থাকত তাহলে কখনওই বৃষ্টি বর্ষণ করা হত না।

(৪) যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়।

(৫) যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন।

সালাত পরিত্যাগকারী

যে সব ইবাদত পরিত্যাগ করলে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার একটি হচ্ছে ছালাত। সালাত এমন একটি ইবাদত যা ত্যাগ করলে মানুষের আর কোন ইবাদত গ্রহণ করা হবে না। সালাত ত্যাগ করলে মানুষ মুসলিম থাকে না। সালাত ত্যাগকারীর ঠিকানা জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

“অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ লোকেরা। তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং অচিরেই তারা ভ্রান্তপথের ফলভোগ করবে ”(মারইয়াম ৫৯)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُون.

“ধ্বংস সুনিশ্চিত ঐ সব ছালাত আদায়কারীর জন্য যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে অমনোযোগী’” (মাউন ৪-৫)।

আল্লাহ আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوالا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُون.

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ সালাত থেকে গাফিল না করে। যারা এ ব্যাপারে গাফিল হয় তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত**"**(মুনাফিকুন, ৯)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين .

"ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে। তারা বলবে, আমরা সালাত আদায় করতাম না'**"**(মুদ্দাছছির, ৪২-৪৩)।

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ

عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : القيامة مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

وفي رواية « فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِه..

আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। সালাতের হিসাব ঠিক হলে, সে সফল হবে। আর সালাতের হিসাব ঠিক না হলে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে' (তিরমিযী, ৪১৫; নাসাঈ, হা/৪৬৫; সিলসিলা সহীহা, হা/১৩৫৮; ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর, হা/২৫৭৩)।

عن بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا

বুরায়দাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, **"**আমাদের এবং মুনাফিক্বদের মাঝে ওয়াদা হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল **"** (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৯৮৭; তিরমিযী, হা/২৬২১: ইবনে মাজাহ, মিশকাত, হা/৫৭৪)।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْك

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ

হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি, 'বান্দা (মুসলিম) এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেয়া' (সহীহ মুসলিম, হা/৮-২; তিরমিযী, হা/২৮২৮; মিশকাত, হা/৫৬৯)।

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ ﷺ : « مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُه.. ُ

বুরায়দাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আছরের ছালাত ছেড়ে দেয় তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়' (সহীহ বুখারী, হা/৫৯৪: নাসাঈ, হা/৪৭৪; মিশকাত, হা/৫৯৫)।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ, ইবরাহীম নাখাঈ আইয়ুব সাখতিয়ানী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক প্রতিমন্ত্রী বলেন, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ছালাত পরিত্যাগকারীকে হত্যা করতে হবে।

عَن أبي مَسْعُودٍ البَدْرِى قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : « لا تُجْزى صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظهر في الركوع والسجود..

আবু মাসউদ আল বাদরী সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদাতে পিঠ সোজা করেনা তার সালাত ঠিক হয় না' (আবু দাউদ, হা/৮৫৫; তিরমিযী, নাসাঈ, হা/১০২৭; মিশকাত, হা/৮-৭৮
সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো ঐ ব্যক্তি, যে সালাত চুরি করে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালাতের চুরি কীভাবে হয়? তিনি বললেন, সালাতের চুরি হলো রুকু-সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় না করা' মুসনাদে আহমাদ,

“তাড়াহুড়া করে সিজদা করা মুনাফিকের সালাত ” (সহীহ মুসলিম)মুনাফিকদের নিকট সালাতের মধ্যে সবচেয়ে ভারী সালাত হচ্ছে এশা এবং ফজরের সালাত।

গুনাহর কারণে বান্দা তার রবের নিকট নগন্য ও তুচ্ছ হয়ে যায়

ইমাম হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন- গুনাহগার এই পরিমাণ আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে যায় যে, তারা
প্রকাশ্য খোলাখুলিভাবে গুনাহ করা শুরু করে দেয়। যদি সে পাপাচার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত না হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। আর যখন বান্দা স্বীয় রবের নিকট অনেক নিচু ও নগন্য হয়ে যায় তখন তার কোনো ইজ্জত সম্মান কেউ করে না।

যেমনটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফরমান-

وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ

আর আল্লাহ তা'য়ালা যাকে লাঞ্ছিত করেন তার কোন সম্মানকারী নেই।
যদিও লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনের স্বার্থে প্রকাশ্যে তাকে বড় মনে করে অথবা তাকে ভয় ও আশংকার কারণে বড় মনে করে। কিন্তু সে মানুষের অন্তরে অনেক নিচু ও অপমানিত ও অসম্মানী হয়।

সময় অপচয়কারী

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে সময়ের গুরুত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি সময়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ স্বতন্ত্র সূরা নাযিল করেছেন। যারাই পৃথিবীতে সময়ের মূল্যায়ন ও সৎ ব্যবহার করতে পেরেছে তারা ইহকাল ও পরকালে সফল ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ সময়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সময়ের কসম করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

“ সময়ের কসম, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দেয় ” (আছর, ১-৩)।

রিজিক থেকে বঞ্চিত হওয়া

মুসনাদে আহমদের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, কোনো সন্দেহ নেই মানুষ যে গুনাহ করে তার কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়। ৫০

অথচ তাকওয়া-পরহেযগারী রিজিককে টেনে আনার কারণ হয়ে যায়। আর তাকওয়া ও পরহেযাগারিতা পরিত্যাগ করার দ্বারা অস্বচ্ছলতা চলে আসে। গুনাহকে যেই পরিমাণ ছাড়া যাবে রিজিক সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

গুনাহ করলে মানুষ আল্লাহর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়। উত্তম খাবার-পানীয়, নেক সন্তান-সন্ততি, সুখ-সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয়। গুনাহের আখেরাতের শাস্তি তো রয়েছেই, গুনাহ দুনিয়াতেও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। সাওবান (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, দোয়া ছাড়া আর কিছুই ভাগ্য পরিবর্তন করে না, নেক কাজ ছাড়া আর কিছুই আয়ু বাড়ায় না এবং পাপ ছাড়া আর কিছুই মানুষকে রিজিক থেকে বঞ্চিত করে না। (সুনানে ইবনে মাজা: ৪০২২)

আল্লাহ তাআলা যখন নেয়ামত দান করেন, তখন তিনি চান বান্দা তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুক। মুখে তার প্রশংসা করুক, তার দয়া স্বীকার করুক, কাজেও তার বিধান ও নির্দেশনার আনুগত্য করুক। আল্লাহ তাআলার দেওয়া সম্পদ লাভ করলে তার নির্দেশ অনুযায়ী জাকাত দেওয়া, সদকা দেওয়া আল্লাহর তাআলার শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা। সুস্থ থাকলে নামাজ পড়া ও রোজা রাখাও আল্লাহর তাআলার শুকরিয়া আদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলার নেয়ামত পেয়ে তা নিজের কৃতিত্ব বলে জাহির করা, দম্ভ ও অহংকার করা, ওই নেয়ামতের হক আদায় না করা আল্লাহ তাআলার না-শোকরি বা অকৃতজ্ঞতা গণ্য হয়।

সুদ ও যেনার গুনাহ

ইসলামে সুদ খাওয়া হারাম। সুদ যেমন মারাত্মক অপরাধ তেমনি এর শাস্তিও মারাত্মক। মূলধনের অতিরিক্ত কোনো কিছু গ্রহণ করাই সুদ। সুদের গুনাহ এতই মারাত্মক যে, এর সর্বনিম্ন অপরাধটি হচ্ছে নিজ মায়ের সঙ্গে জেনা করার সমান। (নাউজুবিল্লাহ)
মানব সমাজের জন্য সুদ এক ব্যাধি। সুদের আরবি পরিভাষা 'রিবা'। এ সুদের অপরাধ ও শাস্তি কত মারাত্মক হতে পারে তা একটি হাদিস থেকেই অনুমান করা যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-'সুদের ৭০ প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর সর্বনিম্নটি হলো নিজ মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমপর্যায়ের গুনাহ।' (মুসতাদরেকে হাকেম, আন-নিহায়া ফি গারিবিল হাদিস)

সুদ খাওয়ার শাস্তি ইসলামে সুদ খাওয়া হারাম। কোরআনে সুদ খাওয়াকে শুধু হারামই ঘোষণা করা হয়নি বরং সুদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির অবস্থান কেমন হবে তা-ও উদাহরণসহ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَاকোরআনুল কারিমের একাধিক আয়াতে ওঠে এসেছে। আল্লাহ তাআলা
يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ .-الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون' َ
যারা সুদ খায়, তারা কেয়ামতের দিন দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ওই ব্যক্তি; যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়।তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। এরপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, আগে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।' (সুরা বাকারা : আয়াত ২৭৫)
যে সব বড় পাপ করলে দুনিয়াতেই কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, যেনা তার মধ্যে অন্যতম। দুনিয়াতে দুটি বড় পাপের বাস্তব প্রতিক্রিয়া খুব নিন্দনীয়, যেনা তার একটি। যেনাকারীর সামাজিক বিচার যেমন অপমানজনক, তেমনি সমাজে দুর্নাম ছড়িয়ে যাওয়াও অপমানজনক। কাজেই যেনাকারী ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত, পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত। এটা এমন একটা পাপ যার মাধ্যম অনেক। যেমন- চোখ, হাত, পা, কান, মুখ, অন্তর ও লজ্জাস্থান। এগুলোর দ্বারা মানুষ যেনার মত জঘন্য পাপ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا.ً

" তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না, কেননা এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ " (বনী ইসরাঈল, ৩২)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ عملا
صالِحًا... الآية

" তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো মা'বুদকে ডাকে না, শরী'আত সম্মত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করে না এবং যেনা করে না। আর যে ব্যক্তি এই সকল কাজ করে সে শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে এ শাস্তি লাঞ্ছিত অবস্থায় অনন্তকাল ভোগ করতে থাকবে। তবে যে তওবা করে এবং সৎ আমল করে (সে এর অন্তর্ভুক্ত নয়)"(ফুরক্বান, ৬৮)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ'ِ

" যেনাকারী নারী পুরুষের প্রত্যেককে একশো বেত্রাঘাত করো, আল্লাহর বিধান পালনে তাদের উভয়ের প্রতি তোমাদের মনে অনুগ্রহ আসা উচিত নয়। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও " (নূর, ২)

আকিদাহ ও তাওহীদের সাথে বিদ্রোহ করা সকল গুনাহের মূল

গুনাহে পতিত হওয়ার আরও অনেক কারণ আছে যেগুলো মানুষকে গুনাহের কাদায় ফাঁসিয়ে দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিরক হলো, সবচেয়ে বড় গুনাহ। কেননা, শিরক এমন গুনাহ, যে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর মানুষ সর্বপ্রকারের গুনাহ করতে থাকে। এর কারণ, আকিদায়ে তাওহীদ চলে যাওয়া। আর আকিদায়ে তাওহীদ মানব বিবেককে সুস্থ ও সঠিক রাখে। যখন মানুষ শিরকে লিপ্ত হয়, তখন তার বিবেক মারা যায়। অতঃপর যখন বিবেক-বুদ্ধিই থাকে না তখন তার কাছে নেকি ও বদির আর কোনো পার্থক্য বাকি থাকে না।

বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে-

❝ সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোনটি? তিনি বললেন কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। ❞

তো যখন সে শিরকের মত গুনাহ করে ফেলল তখন এই শিরকের বদ আছর ও প্রভাব তার ওপর এমনভাবে পতিত হলো যে, সর্বপ্রকার গুনাহ করতে সে এখন কোনো ভয় পায় না। বিনা দ্বিধায় সে গুনাহ করে যেতে থাকে।শিরকের গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর আরও খারাপ অবস্থা এমন হয় যে, নিজের কোনো লাভ ও ক্ষতির কারণে সে এখানে সেখানে ঘুরতে থাকে। রিজিকে প্রশস্ততা ও চাকরি পাবার আশায়, পদোন্নতি ও পরীক্ষায় সফলতা লাভের জন্য, সন্তানাদি লাভ, পেরেশানি থেকে মুক্তি ও নাজাতের আশায় আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তাঁরই মাখলুককে ডাকে।

মাখলুকের কাছে মুশকিল আসানের জন্য যায়।শিরক থেকেই অন্য সব গুনাহের জন্ম ও সূত্রপাত ঘটে। এই গুনাহ করার পর মানুষের কোনো শক্তি থাকে না। যা তাকে অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁধাপ্রদান করতে পারে। বরং অন্যান্য গুনাহে লিপ্ত হওয়াটা তার কাছে খুব সুন্দর মনে হয়। এর কারণ হলো, আকিদায়ে তাওহীদ জীবনের এক মাপকাঠি ও প্রতিরোধকারী ছিল। আকিদায়ে তাওহীদের বরকত সাথে থাকার কারণে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারত। আর গুনাহ তার কাছ থেকে দূরে থাকত। যখন এই প্রতিরোধকারী আর বাকি নেই তখন তার জীবনে গুনাহ আর গুনাহ দিয়ে ভরে যায়। তাই মানুষের জন্য সকল বিষয় থেকে বেশি প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় হলো, নিজের আকিদা বিশ্বাসের হেফাজত করা, যেন কখনও কোথাও ভুলেও শিরকের জালে ফেঁসে না যায়।

ধর্মের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা কারী

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা একজন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পরিচয়। যার মাধ্যমে সে ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে যায় এবং মুনাফিক্ব বলে সাব্যস্ত হয়। সাথে সাথে পরকালে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর এই ঠাট্টা-বিদ্রূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন: আল্লাহর ক্ষেত্রে, রাসূলের ক্ষেত্রে, ছালাত পড়া, দাড়ি রাখা, পর্দা মেনে চলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم.

" যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা করো, তাহলে তারা বলবে, আমরা কেবল খেল-তামাশা করছিলাম। বলুন! তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াত এবং তার রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো? তোমরা ওজর পেশ করো না, ঈমান আনয়ন করার পর তোমরা কুফরী করে বসেছো " (তাওবা, ৬৫-৬৬)।

আর যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালি-গালাজ করে, সে ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে যায়। তবে তাওবা করলে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসতে পারবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيم.

" বলুন! হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছো! তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ সবই গুনাহ ক্ষমা করবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু "(যুমার, ৫৩)।

গুনাহগারদের জন্য জাহান্নামের ভয়াবহতা

সহীহ মুসলিমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ

فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَارَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُوسًا قَط وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّهُ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَط وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةَ قَط.

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে দুনিয়ার সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে তোলা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে হে আদম সন্তান, তুমি কি কখনও আরাম-আয়েশ দেখেছ? পূর্বে কখনও তোমার নিয়ামতের সুখ শান্তি অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না। আল্লাহর কসম! হে আমার প্রতিপালক, আমি কখনও সুখ ভোগ করিনি। তারপর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন একজন। ৩৯ মুসনাদ আহমাদ: ৬/৩৯২, সুনানুন নাসায়ী: ৮৬৩ [ইফা]

ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা কঠিন জীবন যাপন করেছিল। তখন তাকে মূহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে হে আদম সন্তান কখনও কঠিন সমস্যা ও কঠোরতার সম্মুখীন হয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম! হে আমার প্রতিপালক, আমি কখনও দুঃখ কষ্টে পতিত হইনি। আর কখনও কোনো কঠোর অবস্থার মুখোমুখিও হইনি। ৪০

গুনাহের এক আলামত হলো প্রাচুর্য

দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই প্রাচুর্যের মোহে পড়ে পরকাল ধ্বংস করে থাকে। জামে তিরমিজির মধ্যে একটি রেওয়ায়াত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা দুনিয়া দান করেন যাকে তিনি মুহাব্বত করেন আর তাকেও দেন যাকে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু ঈমান কেবল তার ভাগ্যেই জুটে যাকে তিনি মহব্বত করেন।

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা এই সব লোকদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন, যারা এই ধারণা পোষণ করে যে, দুনিয়ার নিয়ামত তাদেরকে নিজেদের ইজ্জত-সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তিতে জারি আছে। ইরশাদ করেন-

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَ مَن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي

❝ নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিজিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে' আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন ❞।

পরীক্ষা উভয় দিক থেকেই করা হতে পারে। নিয়ামত মতের আধিক্যের সাথেও আবার রিজিক সংকুচিত করে দেওয়ার মাধ্যমেও। এমনটা আবশ্যকীয় নয় যার রিজিকের মধ্যে প্রশস্ততা দেওয়া হয়েছে সে কোনো মহান ব্যক্তি ছিলেন। তার হিসাব নিকাশ নেওয়া হবে না। আর যার রিজিক সংকুচিত করে দেওয়া হয়। তাকে অপদস্থ করা হবে। বরং বেশি নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রিজিকে প্রশস্ততার সাথে তাকে মসিবত ও ফিতনায় পতিত করা হবে। দরিদ্র, অসহায় ব্যক্তির রিজিক সংকুচিত করে দেওয়ার পাশাপাশি তার হিসাবনিকাশে স্বল্পতা অথবা একেবারেই হিসাব লওয়া হবে না। সম্মান দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَالْ وَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি। যার উপর তারা চড়ত। তাদের গৃহের জন্য দরজা দিতাম এবং পালঙ্ক দিতাম যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত এবং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র।আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাঁদের জন্যেই, যারা পরহেযগার। ৪৩

শেষ জামানায় গুনাহগারদের আলামত

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ الدِّينِ الْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبِي يَغْتَرُونَ أَمْ عَلَى يَجْتَرِئُونَ فَبِي حَلَفْتُ لأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةٌ تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا"

শেষ যামানায় কিছু লোকের উদ্ভব হবে যারা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মকে প্রতারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে। তারা জনগণের সামনে ভেড়ার চামড়ার মত কোমল পোশাক পরবে। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে মিষ্টি; কিন্তু তাদের হৃদয় হবে নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র। আল্লাহ তাআলা তাদের বলবেন-তোমরা কি আমার বিষয়ে ধোঁকায় পড়ে আছ নাকি আমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? আমার শপথ! আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতেই এমন বিপর্যয় আপতিত করব, যা তাদের খুবই সহনশীল ব্যক্তিদের পর্যন্ত হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়বে। ৪৭

গুনাহের অপরাধের নির্মম শাস্তি

আল্লাহ তাআলা নাফরমান ও তাঁর অবাধ্যতাকারী বিভিন্ন জাতিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছেন। যাতে করে পরবর্তী জাতিসমূহ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং গুনাহের মধ্যে পতিত হওয়া থেকে নিজেদের আঁচলকে বাঁচিয়ে রাখে।

মানবজাতির পিতা-মাতা (আদম ও হাওয়া) কে সুখ-শান্তি, নিয়ামতরাজি, আনন্দ এবং সুন্দর সুন্দর ঘর বিশিষ্ট জান্নাত থেকে বের করে মসিবত, কষ্ট ও দুঃখের ঘর দুনিয়াতে কোন জিনিস নিক্ষেপ করেছিল?

ইবলিসকে কোন জিনিস মহিমান্বিতদের মর্যাদা থেকে বের করে তার জাহের ও বাতেনকে বিকৃত করে অভিশাপের উপযোগী বানিয়ে দিয়েছিল? (কেবল নাফরমানি করার কারণে)

সাইয়িদুনা নুহ আলাইহিস সালামের যুগে দুনিয়ার তামাম বাসিন্দাদেরকে কোন জিনিস বন্যায় প্লাবিত করে দিয়েছিল? পানি জমিনের ওপর এই পরিমাণ এসে পৌঁছেছিল যে, পাহাড় পর্যন্ত তাতে ডুবে গিয়েছিল?

আদ জাতির ওপর ঘোর অন্ধকারকে কোন জিনিস চাপিয়ে দিয়েছিল যে, তারা জমিনে মৃত পড়েছিল? কেমন যেন তারা খেজুরের গাছের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে পড়ে ছিল। ৪৫ এই তীব্র অন্ধকার যেখান দিয়ে অতিক্রম করেছে সেখানকার ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার এবং

পশুপ্রাণীদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছিল। যাতে করে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে আগমনকারী সকলের জন্য শিক্ষনীয় আলামত হয়ে যায়।যতটুকু সম্ভব তাদেরকে ধ্বংস ও পর্যদুস্ত করা হয় আর যে বিষয়ের ওপর তারা বিজয়ী হয়েছে তা ধ্বংস করে দিয়েছে। (বাইতুল মুকাদ্দাসকে দ্বিতীয়বার পুনরায় রোমানরা বিরান করে দিল আর বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা অবশিষ্ট রইল সবাই তারা রোমের কায়সারের প্রজা হিসেবে রয়ে গেল)। কী মোআমালা ছিল যা তাদের ওপর কয়েক ধরণের আজাব ও কয়েক ধরণের শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কখনও হত্যা ও লুটপাটের মাধ্যমে, কখনও অসম্মান করার মাধ্যমে, কখনও শহরকে বরবাদ করে দেওয়ার মাধ্যমে, কখনও বাদশাহদের জুলম অত্যাচারের মাধ্যমে এবং কখনও তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে বানর-শুকর বানিয়ে দিয়ে। পরিশেষে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা কসম খেয়ে নিলেন-

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

❝ আর সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তি দানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু ❞

অন্তরের ভেতর গুনাহের আলামত

মুসনাদে ইমাম আহমদ ও জামে তিরমিজির মধ্যে আবু সালিহ এর রেওয়ায়াতে সাইয়িদুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন' কোনো সন্দেহ নেই যখন মুমিন ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যদি সে তাওবা ও ইসতিগফার করে নেয়, তাহলে তার অন্তর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্চ হয়ে যায়। আর যদি গুনাহ বাড়তে থাকে, তাহলে এই কালো দাগও বাড়তে থাকে। এমনকি তার অন্তর (অন্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর) প্রভাব বিস্তার করে। অতএব এটিই হলো ঐ জং, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের মধ্যে আলোচনা সাইয়িদুনা হুযাইফা রাদিয়াল্লাহ আনহু এর উক্তি-

'যখন বান্দা কোনো গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। (আর তা বাড়তে থাকে) এমনকি এক পর্যায়ে তার অন্তর কালো রঙয়ের বকরির মত হয়ে যায়।

অন্তর কঠিন হওয়ার আলামত-

(১) আল্লাহর আনুগত্য ও ভালকাজে অলসতা : মানুষের অন্তর কঠিন হ'লে ইবাদতে অলসতা চলে আসবে। ...

(২) আল্লাহর আয়াত ও উপদেশ শুনে অন্তর প্রভাবিত না হওয়া : অন্তর কঠিন হ'লে মানুষ কুরআনের আয়াত শুনে বিশেষ করে আযাবের আয়াতগুলি শুনে ভীত হয় না; বরং কুরআন পড়া ও শোনাকে নিজের কাছে ভারী মনে হয়।

More items...

দুনিয়ার জীবনের মোহ ও আখিরাতের ক্ষতি

মহান আল্লাহ বলেন,

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না।

এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল।"

(সূরা হুদ আয়াত ১৫-১৬)

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে দুনিয়ার মোহ থেকে হেফাজত করুন এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করুক। আমিন

গুনাহগার ব্যক্তির বয়স কমে যাওয়া

নেক কাজ যেমনিভাবে বয়স বৃদ্ধি করে তেমনিভাবে পাপকাজ বয়স কমিয়ে দেয়। এই বিষয়টির ক্ষেত্রে গোপন রহস্য হলো, নিশ্চয়ই মানুষের দুনিয়ার বয়স তার পরিপূর্ণ জীবনের সময়ের নাম (যাকে সে যেকোনভাবে পূর্ণ করে)। কিন্তু তার জীবন সেটিই (হায়াতে তাইয়েবা) গণ্য হবে তার জীবনের যে সময়টুকু স্বীয় রবের দিকে মনোনিবেশ করে যাপিত হয় এবং তাঁর স্মরণ, মহব্বত এবং সন্তুষ্টির জন্য কুরবান হওয়ার ক্ষেত্রে যাপিত হয়েছে।গুনাহ থেকে নিজের ঈমান কে বাঁচাতে হবে।

ইতাআত (আল্লাহর আনুগত্য) থেকে বঞ্চিত হওয়া

যদি গুনাহ করার আর কোনো সাজা ও শাস্তি না হয় কেবল এই শাস্তি ব্যতীত যে, তাকে কোনো এক নেক কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়, তাহলে এটিই অনেক বড় অন্তর বিরান হওয়ার কারণ হবে। আর এই ইতাআত না থাকা তাকে অন্য এক নেক কাজ করা থেকে মাহরুম করে দেয়। আর সেটি তৃতীয় আরেকটি নেক কাজ করা থেকে ফিরিয়ে রাখে। তার পর চতুর্থ, পঞ্চম। এমনকি ব্যক্তি নেক কাজ থেকে একেবারেই মাহরুম হয়ে যায়। অথচ প্রত্যেক নেক কাজ তার জন্য দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে উত্তম ছিল। এতো ঐ ব্যক্তির মত যে এমন লোকমা খেয়ে নিল যার কারণে সে এক দীর্ঘ অসুস্থতায় পতিত হয়ে গেল। আর সেই এক লোকমা তাকে অগণিত লোকমা খাওয়ার পথ বন্ধ করে দিল যা তার চেয়ে অনেক বেশি পবিত্র ছিল। আল্লাহ তা'য়ালাই সাহায্যস্থল।

গুনাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর লানতের অন্তর্ভুক্ত

গুনাহ ও অবাধ্যতা করাকে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। আর পাপাচারের বিষয়টি আরও বড়। পাপি ব্যক্তি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লা'নতের অন্তর্ভুক্ত আরও আগে। আর তিনি এই লা'নত দুনিয়ার কাউকে নিদৃষ্ট করা ব্যতীতই করেছেন।

অবশ্য তিনি সমকামীদের ওপর এবং ঐ ব্যক্তির ওপর যে মহিলাদের পোশাক পরিধান করে ও সেই মহিলা যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে, ঘুষদাতা, ঘুষখোরের ওপর লা'নত করেছেন। তাদের ছাড়াও অন্যান্য খারাপকাজের ব্যাপারেও তিনি লা'নত করেছেন। সুতরাং এসব কাজে যদি শুধু কর্মসম্পাদনকারীর মর্জি হয়, তাহলে তাদের গণনা এদের মধ্যে পড়ে যাবে; যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসূল এবং ফেরেশতারা লা'নত করেছেন।

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাইতেছি ও আপনার নিকট তাওবা করছি।

আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া

আল্লাহর রহমতের ধারণা এবং তার ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় যে তাঁর রহমত দুই ধরনের-একটি সাধারণ এবং অন্যটি বিশেষ। এছাড়া এটি বিবেচনা করতে হবে যে আল্লাহর রহমত সব সময় এবং সর্বত্র প্রতিটি ঘটনা এবং সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহর গোপন জ্ঞান এবং গোপনীয়তার উপর ভিত্তি করে বিস্তৃতি লাভ করে। অতএব যে ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত কারও কাছ থেকে তুলে নেওয়া হয় বা কেউ তাঁর রহমতের ছায়ায় অন্তর্ভুক্ত হয় তা আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে। এছাড়া কেউ সঠিকভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে জানে না কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত একজন ব্যক্তির কাছ থেকে তুলে নেয়া হয় এবং কোন ক্ষেত্রে তা নেওয়া হয় না; বিশেষ করে সাধারণ রহমত (রহমত রহমানিয়াহ) এতই ব্যাপক এবং সাধারণ যে প্রতিটি ঘটনা, এমনকি নাস্তিক এবং খোদাভীরুরাও আল্লাহও অনুগ্রহের ছায়ায় থাকে। অতএব খোদায়ী রহমত, বিশেষত আল্লাহর সাধারন রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনাগুলো সম্পূর্ণভাবে এবং সঠিকভাবে চিহ্নিত করা কখনই সম্ভব হবে না।

❝ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না"। আল্লাহ সমস্ত গুনা ক্ষমা করে দিবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু ❞। (সুরা আয্ যুমার - ৫৩) এটি ছিল আল্লাহ সাধারণ করুণা বা রহমত সম্পর্কে।

সৃষ্টিকর্তার বিশেষ রহমতের বিষয়ে যা কেবলমাত্র বিশ্বাসী ও ধার্মিকদের জন্য দেওয়া হয় এটা স্বাভাবিক যে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি ইমান, তাকওয়া, সৎকর্ম এবং অন্যান্য ভালো অবস্থার অধিকারী হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর বিশেষ রহমত তার জন্য মঞ্জুর করা হবে এবং এটা যে কারণেই হোক না কেন। একজন ব্যক্তি তার ঈমান ও তাকওয়া থেকে বঞ্চিত হলে তাকে রহমত থেকেও বঞ্চিত করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা ও গুনাহগারদের মধ্যকার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়

আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা ও তার ইবাদতের ব্যাপারে অন্তরের মধ্যে সংকীর্ণ ভাবকে ফেলে দেওয়া এবং সাবধান করাটাই এমন এক স্বাদ দানকারী আমল, গুনাহকে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে তার মত অন্য কোনো সম্পূরক আমল নেই। বুদ্ধিমান লোকেরা গুনাহ তরক করার পাশাপাশি শয়তানের থাবা থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।মুসনাদে আহমাদ: ৫২৭৭

বর্ণিত আছে- কোনো এক ব্যক্তি নেককার বুযুর্গ ব্যক্তির কাছে গিয়ে নিজের অন্তরের ভেতর অনুভূত নির্জনতা ও একাকিত্বের কথা বলল। তখন ঐ নেককার বুযুর্গ ব্যক্তি তাকে বললেন- যখন তুমি ঐ অবস্থাতে ছিলে যে, গুনাহ তোমার অন্তরকে বিরান করে তোমার অন্তরকে নির্জনতায় ফেলে দিয়েছে তখন তুমি (নিজের নফসের ওপর স্থির করে নাও) এসব গুনাহকে পরিত্যাগ করো ।একাকিত্ব ও নির্জনতা দূর হয়ে যাবে।

ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া

ইলম হলো এক নূর। যা অন্তরের মধ্যে জায়গা নেয়। আর গুনাহ এই নূরকে নির্বাপিত করে দেয়। যদি কেউ মেধা শক্তিকে শক্তিশালী বানাতে চায়, তাহলে গুনাহকে আজ থেকে পরিত্যাগ করতে হবে। ইলম হলো নূর, আর নূর কোনো পাপীকে দেওয়া হয় না। নেক ইলম অর্জনের দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবে। অনুরূপভাবে গুনাহের কারণে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সকল প্রকার গুনাহই ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কারণ ইলম হচ্ছে নূর বিশেষ। আর গুনাহ হচ্ছে যুলমাত বা অন্ধকার। ইমাম শাফেয়ী রহ.এর বিখ্যাত ঘটনা। তিনি তার উস্তাদ ওয়াকী' রহ.এর নিকট স্মরণশক্তির দুর্বলতার কথা জানালে তিনি বলেছিলেন, 'গুনাহ ছেড়ে দাও। কারণ ইলম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর। আর আল্লাহর নূর কোন গুনাহগারকে দেয়া হয় না।' তাই সব ধরনের গুনাহই বর্জন করা চাই। তবে মাহরূমির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত কিছু গুনাহ হচ্ছে,

(ক) দৃষ্টির হিফাযত না করা। কুদৃষ্টি একটি মারাত্মক গুনাহ। কারণ النظر سهم من سهام ابليس)দৃষ্টি শয়তানের তীরসমূহের মধ্য থেকে একটি তীর)। মানুষ বিভিন্ন কারণে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যেমন- লজ্জিত হওয়ার ভয়ে, সুযোগ না পাওয়ার কারণে কিংবা অর্থ সঙ্কটের কারণে।কিন্তু কুদৃষ্টি এমন এক গুনাহ, যা করতে এ সবের প্রয়োজন হয় না এবং এটা যে গুনাহ এই অনুভূতিও অনেকের থাকে না। দাড়িবিহীন বালকদের প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া তো আরো জঘন্য। কতক আহলে কাশফ বুযুর্গের অভিমত হল, 'আল্লাহ যখন কাউকে তার দরবার থেকে বিতাড়িত করতে চান, তখন তাকে সুদর্শন বালকের মহব্বতে লিপ্ত করে দেন'। কুদৃষ্টির কারণে চোখে অন্তরে এমন যুলমাত সৃষ্টি হয় যে, সামান্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিও তা অনুভব করতে পারে।

তাছাড়া এই গুনাহ এমন সুপ্ত হয়ে থাকে যে, নিজেকে বুযুর্গ মনে করে এমন অনেকেই মনের অজান্তে এ গুনাহে লিপ্ত থাকেন। তাই তালিবে ইলমদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই এবং আল্লাহ না করুন কেউ এতে লিপ্ত হয়ে পড়লে ইসলাহের ফিকির করা চাই।

(খ) ছাত্র যামানায় মোবাইল ব্যবহার করা। এর সর্বনিম্ন ক্ষতি হচ্ছে, একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটা, যা ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে অন্তরায়। আর প্রধান প্রধান ক্ষতির কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ার পাশাপাশি প্রযুক্তির উৎকর্ষে মোবাইলে দিন দিন এমন সব ফিচার যুক্ত হচ্ছে, যা গুনাহকে সহজদিন এমন সব ফিচার যুক্ত হচ্ছে, যা গুনাহকে সহজ থেকে সহজতর করে তুলছে। দুনিয়ার সকল খারাবী যেন এই 'মুঠোফোনে' আক্ষরিক অর্থেই হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হল, কতক অভিভাবক ভালো ফলাফল করায় কিংবা আব্দার মেটাতে সন্তানের হাতে মোবাইল তুলে দেন। আর আশা করেন, তার সন্তান সামনে থেকে আরো ভালো পড়াশোনা করবে। অথচ তিনিই স্বয়ং তার সন্তানের ইলম থেকে মাহরুম হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। তাই তালিবে ইলমের যেমন মোবাইলকে বিষতুল্য মনে করে এর থেকে বেঁচে থাকা উচিত; তেমনি অভিভাবকেরও এ ব্যাপারে সতর্ক ও কঠোর ভূমিকা পালন করা উচিত।

(গ) মাদরাসার পরিবেশের বাইরেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। যেমন বাড়িতে গাইরে মাহরাম তথা ভাবি, চাচি, মামি, খালাতো-চাচাতো-মামাতো বোনসহ অন্যান্যদের থেকে পর্দা না করা। গান-বাজনা শোনা, টিভি দেখা ইত্যাদি। যাদেরকে দিয়ে আল্লাহ দীনের হিফাযত করবেন, তারা নিজেরাই যদি দীনকে পয়মাল করে; তবে কীভাবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে উম্মতের রাহনুমা বানাবেন?কারো বাড়ির পরিবেশ এমন থাকলে নিজে এসব থেকে পরহেয

করা ও এ ব্যাপারে প্রয়োজনে কঠোরতা করা। চাই কেউ তাতে অসন্তুষ্টই হোক না কেন। কারণ খালিককে অসন্তুষ্ট করে মাখলুককে সন্তুষ্ট করা জায়েয নেই।

গোনাহের প্রভাব

হৃদয় ও মনে উদ্যম ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ভাব ও ভাবনায় আশ্বাস ও সান্ত্বনার বার্তা ছড়িয়ে দেয়। ফলে যে কারও কল্পনায় বিষয়গুলো জাগরত থাকলে গুনাহ হওয়া মাত্রই সে অবনত হবে। তাওবা ও ইস্তিগফার করবে। আল্লাহ তাআলাও তাঁর দয়া ও ক্ষমাগুণে তাকে মাফ করে দেবেন।

কিন্তু এর বিপরীতে আরেকটি বিষয় আছে, যা খেয়াল রাখা খুব জরুরি। কুরআন মাজীদের বেশ কয়েকটি আয়াতে খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে সে বিষয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

“ মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করেছে, তার কারণে জলে-স্থলে ছড়িয়ে পড়েছে বিপর্যয়, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা শাস্তি আস্বাদন করান, যেন তারা (সৎপথে) ফিরে আসে ”।রূম (৩০) : ৪১
অর্থাৎ মানুষের জীবনে যেসব বিপদ ও মসিবত এবং দুর্যোগ ও দুর্দশা আসে সেগুলো তারই কৃতকর্মের ফল; গুনাহ ও পাপাচারের পরিণতি।

অন্য আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

আর আমি তাদেরকে (জাহান্নামের) সেই বড় শাস্তির আগে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও গ্রহণ করাব। হয়তো তারা ফিরে আসবে। -সূরা সাজদা (৩২) : ২১

এখানে الْعَذَابِ الْأَدْنٰي)লঘু শাস্তি) বলে দুনিয়াবী শাস্তি তথা রোগ-শোক, আপন-বিপদ ও বালা-মসিবতকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গোনাহের কারণে আখেরাতের শাস্তি তো আছেই; দুনিয়াতেও বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের মাধ্যমে সেই গোনাহের শাস্তি দেওয়া হবে। - দ্রষ্টব্য, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৩৬৯

নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া

বান্দার কাছ থেকে নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তার কোনো না কোনো গুনাহের কারণে। অনুরূপভাবে সে শাস্তি ও সাজা দেওয়া হয়, কোনো না কোনো গুনাহের কারণে। চতুর্থ খলিফা সাইয়িদুনা আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন-প্রত্যেক বিপদাপদ কোনো না কোনো গুনাহের কারণে পতিত হয়। আর কোনো বিপদাপদকে উঠিয়ে নেওয়া হয় না তাওবা করা ব্যতীত।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ

৬১ সূরা হাশর: ১৮-১৯

“তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন ”

গুনাহর কারণে অন্তর থেকে আল্লাহর সম্মান শেষ হয়ে যায়

গুনাহ করার কারণেই বান্দার অন্তর থেকে আল্লাহর সম্মান ও তাঁর বড়ত্ব শেষ হয়ে যায়। আর আবশ্যকীয় বিষয় হলো যে, কেউ ঐ গুনাহ করতে চায় অথবা তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। যদি আল্লাহ তাআলার আযমত ও তার সম্মান বান্দার অন্তরে ঘর বাঁধে, তাহলে সে তাঁর নাফরমানি ও অবাধ্যতা করার সাহস করে না।
অপ্রকাশ্য গুনাহের কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُون.

“ তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল গুনাহ ছেড়ে দাও। যারা গুনাহ করে, শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃত গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে ”। -সূরা আনআম(৬): ১২০
প্রকাশ্য গোনাহ হল সেইসব গোনাহ, যা মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করে। যেমন, মিথ্যা বলা, গীবত করা, ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি। আর গোপন গোনাহ হল সেইগুলো, যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি।

গুনাহ আকল, বুদ্ধি ও বিবেককে নষ্ট করে দেয়, বরবাদ করে দেয়

নিঃসন্দেহে আকল, বুদ্ধি ও বিবেককে রৌশন করতে হলে সবসময় এক নূর থাকে। আর নাফরমানি সর্বদা আকলের নূরকে নির্বাপিত করে দেয়। যখন আকলের নূর নিভে যায় তখন সে অপূর্ণাঙ্গ ও দুর্বল হয়ে যায়। আসলাফদের থেকে কোনো এক বুযুর্গ বলেন' যখনই কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হলো, তাহলে তার আকল মরে গেল। আর এবিষয়টি একেবারেই সুস্পষ্ট। এ কারণে যে, যদি তার আকল খারাপ কাজের সময় উপস্থিত হতো, তাহলে তার আকল বা বিবেক তাকে বাঁধাপ্রদান করত। অথচ আকল সর্বদা রাব্বুল আলামিনের কজায় আর তা সবসময় তাঁর জানাশোনার মধ্যেই থাকে। আল্লাহর ফেরেশতা সবসময় তার দিকে নজরদারি করে ও তাকে দেখতে থাকে।

কুরআন ও ঈমানের নসিহতকারী তাকে দিনের আলোতে খারাপ কাজ থেকে বাঁধাপ্রদান করে থাকে। (এভাবে রাতের নির্জনতার মাঝেও সাবধানকারী, তার বিবেক তাকে বাঁধাপ্রদান করে) অতঃপর কোনো অবাধ্যতার সাথে দুনিয়া ও আখিরাতের নেক কাজ যা তার থেকে ছুটে গেছে, যেমন- অস্থায়ী স্বাদ ও আনন্দ হাজার গুণ হয়েও তার বদলা হতে পারে না। সুতরাং সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কোনো বান্দা কি এসবের সাথে গুনাহকে কম ও স্বাভাবিক মনে করে নিজেকে শাস্তির যোগ্য বানানোর দুঃসাহস করতে পারে?

শয়তান মানুষকে গুনাহে ভরপুর জীবনকে সুশোভিত করে দেখায়

শয়তান মানব জাতির সামনে গুনাহ, অবাধ্যতা ও আল্লাহর নাফরমানিতে ভরা জীবনকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুশোভিত করে তার সম্মুখে মেলে ধরে। এই বিষয়টিকেই আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমের মধ্যে এভাবে আলোচনা করেছেন-

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا " وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ(

পার্থিব জীবনকে কাফিরদের জন্য (দ্বীন ইসলামকে অস্বীকারকারীদের জন্য) সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। (যখন) তারা ঈমানদারদেরকে (দুনিয়ার দৃষ্টিতে তাদেরকে সুখি না দেখে তাদের প্রতি) লক্ষ্য করে হাসাহাসি করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেযগার তারা সেই কাফিরদের তুলনায় কিয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চমর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুজি দান করেন।

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ َ

এমনিভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে।

অতএব যে সকল কাজ সত্যকে অস্বীকারকারী কাফিররা করে বেড়াচ্ছে, এসবই তাদের নিকট সুন্দর ও সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। এই সকল খারাপ কাজগুলো তাদের নিকট খারাপই মনে হয় না, তাহলে তা পরিত্যাগ কেমনে করবে?

অন্য আরেক স্থানে আল্লাহ তাআলা আরও সুস্পষ্ট আকারে বর্ণনা করেন এভাবে-

وَزُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين(ِ

তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করে দেওয়া হলো। (তাই তারা স্বীয় কুফরি থেকে ফিরে আসে না) আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

আরেক জায়গায় আল্লাহ পাক নিজেদের গর্হিত ও গুনাহর কাজগুলো (ভালো ও উত্তম কাজ যারা মনে করে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্টতার সাথে তাদের গোমরাহ তথা পথভ্রষ্ট হিসেবে) নির্ধারিত করেন। তিনি ইরশাদ করেন-

সূরা বাকারা: ২১২* সূরা আনআম: ১২২

সূরা তাওবা: ৩৭

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَوَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ ِ

যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তারা যা করে।

পিতা- মাতার অবাধ্যতা

মানুষের কাছ থেকে উত্তম আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বড় হক্বদারস হচ্ছে তার পিতা-মাতা। পৃথিবীতে আর কেউ তাদের মত এত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাওয়ার হক্ক রাখে না। আল্লাহ তায়ালা শিরকের পাপ থেকে নিষেধ করার পর পরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন' (সহীহ বুখারী,। কাজেই যারা তাদের অনুগত হবে না তারাই হবে বড় ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"আপনার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তোমার নিকট যদি তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তুমি তাদেরকে (বিরক্তিভরে) উফ! শব্দটিও বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলবে' (বানী ইসরাঈল, ২৩)।"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ

'আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো এবং পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করো, আর আমার নিকটেই ফিরে যেতে হবে' (লুকুমান, ১৪)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَى الْمَصِيرُ
'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুধ ছাড়া পর্যন্ত তাকে দুই বছর দুধ পান করিয়েছে। কাজেই আমার শুকরিয়া আদায় করো এবং তোমার পিতা- মাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করো' (লুক্বমান, ১৪)।
ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৪৩; মিশকাত, হা/৪৯৩৮)।

রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অথবা দুই জনের একজনকে পেল অথচ সে জান্নাত লাভ করতে পারল না, তার নাক ধূলায় মলিন হোক' (সহীহ মুসলিম)

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنهما قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَى أُمِّى وَهْيَ مُشْرِكَةٌ ، فِي عَهْدِ
পিতা-মাতা ছেলের নিকট যতটুকু মুখাপেক্ষী হয় ছেলে মেয়ে শৈশবকালে তার চেয়ে অনেক বেশি মুখাপেক্ষী থাকে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে রেখেছিলেন, তেমনি পরনির্ভরতার এই দুঃসময়ে তাঁদের সেবা-যত্ন করা একান্ত অপরিহার্য। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ.

'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে (বিরক্তিভরে) 'উফ!' শব্দটিও বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

হে আমার পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা আমার প্রতি দয়া করে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।বানী ইসরাইল ২৩-২৪
সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তিন শ্রেণির মানুষের প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন দয়ার দৃষ্টি দিবেন না- ১. পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি; ২. পুরুষের বেশ ধারণকারিনী নারী; ৩. দায়্যুছ ব্যক্তি। আর তিন শ্রেণির মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

চোখের গুনাহ

চোখের গুনাহ'র অন্যতম খারাপ প্রভাব হল, এর কারণে রিযিক ও সময়ের বরকত শেষ হয়ে যায়।

ছোট ছোট কাজে বড় বড় সমস্যা ছুটে আসে। জীবনে অনেক কষ্ট ও চেষ্টার পরও সফলতার মুখ দেখা হয় না। আপাতদৃষ্টিতে কাজ সম্পন্ন মনে হলেও যথাসময়ে কাজ অসম্পন্ন দেখা যায়।
অহেতুক চিন্তা ও পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ মনে করে, কেউ কিছু একটা করেছে; অথচ সে নিজের অন্তরের গুনাহের কারণে বিপদের মধ্যে পড়ে থাকে।
নিজেই স্বীকার করে যে, একটা সময় ছিল যখন সে মাটিতে হাত রাখলেও সোনা হয়ে যেত। আর এখন সোনায় হাত রাখলেও মাটিতে পরিণত হয়। এসবই চোখের গুনাহের কারণে হয়।
স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী

জাহান্নামবাসীদের অধিকাংশই হবে নারী। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, স্বামীর অবাধ্যতা এবং শুকরিয়া আদায় না করা। স্বামী অসন্তুষ্ট স্ত্রীর ইবাদত কবুল হয় না, জান্নাতও লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।
(বাক্বারা, ২২৮)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

"পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে সন্ত্রীগণ হয় আনুগত্যশীল এবং আল্লাহ তা'আলা যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন তা হেফাযত করেন। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা রয়েছে তাদের সদুপোদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং

প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও মহান' (নিসা, ৩৪)।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধন করার তিনটি পন্থা উল্লেখ করেছেন- ১. উপদেশ দান করা; ২. শয্যা ত্যাগ করা; ৩. হালকা প্রহার করা। আর এই তিনটি পন্থায় স্ত্রী বাধ্য না হলে তাকে তালাক প্রদান করা যায়।

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُل مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'কোন নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত 'আলাইহে ছালাত আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থান হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তখন সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অধিকার রাখে' (সহীহ ইবনে হিব্বান)

গুনাহের অপকার

মুসলিম বলতেই সবারই এ কথা জানা উচিৎ যে, বিষ যেমন শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তেমনিভাবে গুনাহ্ অন্তরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে তাতে ক্ষতির তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। এমনকি দুনিয়া ও আখিরাতে যত অকল্যাণ অথবা ব্যাধি রয়েছে তার মূলে রয়েছে গুনাহ্ ও পাপাচার।

এরই কারণেই আদম ও হাউওয়া' বা হাওয়া (আলাইহিমাস্ সালাম) একদা জান্নাত থেকে বের হতে বাধ্য হন।

এরই কারণে শয়তান ইব্লীস আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়।

এরই কারণে নূহ্ (আঃ) এর যুগে বিশ্বব্যাপী মহা প্লাবন দেখা দেয় এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ও বস্তু ছাড়া সবই ধ্বংস হয়ে যায়।

এরই কারণে 'হূদ্ (আঃ) এর যুগে ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রবাহিত হয় এবং সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়।

এরই কারণে ক্বারূন তার ঘর, সম্পদ ও পরিবারসহ ভূমিতে ধসে যায়।

এরই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইস্রাঈল তথা ইহুদিদের উপর এমন শত্রু পাঠিয়ে দেন যারা তাদের এলাকায় ঢুকে তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয়, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করে, তাদের মহিলা ও বাচ্চাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের সকল সম্পদ লুটে নেয়। এভাবে একবার নয়। বরং দু' দু' বার ঘটে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে কসম করে বলেন:

»وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ سُوءَ الْعَذَاب.«

“(হে নবী!) তুমি স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করলেন, তিনি অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদিদের প্রতি এমন লোক পাঠাবেন যারা ওদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে ”। (আ'রাফ: ১৬৭)

অপকার সম্পর্কে বলেন: হে গুনাগার! তুমি গুনাহের কঠিন পরিণাম থেকে নিশ্চিন্ত হয়ো না। তেমনিভাবে গুনাহের সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট তার ভয়াবহতা থেকেও। গুনাহর চাইতেও মারাত্মক এই যে, তুমি গুনাহ্'র সময় ডানে-বামের লেখক ফিরিশাদের লজ্জা পাচ্ছো না। তুমি গুনাহ করে এখনো হাসছো অথচ তুমি জানো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সাথে কিয়ামতের দিন কি ব্যবহার করবেন। তুমি গুনাহ করতে পেরে খুশি হচ্ছো। গুনাহ্ না করতে পেরে ব্যথিত হচ্ছো। গুনাহ্'র সময় বাতাস তোমার ঘরের দরোজা খুলে ফেললে মানুষ দেখে ফেলবে বলে ভয় পাচ্ছো অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যে তোমাকে দেখছেন তা ভয় করছো না। তুমি কি জানো আইয়ূব (আঃ) কি দোষ করেছেন যার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কঠিন রোগে আক্রান্ত করেন এবং তাঁর সকল সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর দোষ এতটুকুই ছিলো যে, একদা এক মযলুম তথা অত্যাচারিত ব্যক্তি যালিমের বিরুদ্ধে তাঁর সহযোগিতা চেয়েছিলো। তখন তিনি তার সহযোগিতা করেননি এবং অত্যাচারীর অত্যাচার তিনি প্রতিহত করেননি।

গোনাহের পার্থিব ক্ষতিসমূহ

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং সে সব কাজের জন্য শাস্তির বিধান অথবা আল্লাহর অসন্তুষ্টি কিংবা রাগের কথা ঘোষণা রয়েছে, সেসবই গুনাহ বা পাপের কাজ।

গুনাহ দু'ভাগে বিভক্ত- প্রথমত কবিরা গুনাহ; দ্বিতীয়ত সগিরা গুনাহ।

অভিজ্ঞ আলেমদের অভিমত হলো- গুনাহে জড়িয়ে পড়লে নিম্নলিখিত পার্থিব ক্ষতিসমূহ ভোগ করতে হয়-

১. গুনাহ করার দ্বারা দুনিয়ার মোহ বৃদ্ধি পায় এবং আখেরাতের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়।

২. গুনাহ করার ফলে প্রতিটি গোনাহের জন্য অন্তরে একটি দাগ পড়ে।যা তওবা ছাড়া মুছে না। তওবা না করলে ধীরে ধীরে এ দাগ বাড়তে থাকে।অবস্থা এমন হয় যে, তখন ন্যায় উপলব্ধিকর অনভতি পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়।

৩. গুনাহ করার দ্বারা আল্লাহ

তা'য়ালার অভিশাপ নেমে আসে।

৪. গুনাহ করার ফলে রুজি-রোজগারের বরকত কমে যায়।

৫. গুনাহের দ্বারা অনেক সময় নেক আমলও আল্লাহতায়ালা কবুল করেন না, তা বৃথা হয়ে যায়।

৬. গুনাহ করার দ্বারা অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং ঈমানের পূর্ণতা হ্রাস পায়।

৭. নির্লজ্জ কাজ-কর্মে বিভিন্ন কঠিন রোগের আবির্ভাব ঘটে।

৮. জাকাত আদায় না করলে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়।

৯. অবিচার ও ওয়াদা ভঙ্গ করলে শত্রুকে বিজয়ী করে দেওয়া হয়।

১০. মাপে কম দেওয়ার ফলে অনাবৃষ্টি, অভাব অনটন দেখা দেয় এবং বিচারক কর্তৃক জুলুমের শিকার হতে হয়।

১১. খেয়ানত করার দ্বারা শত্রুর আতঙ্ক মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে।

১২. দুনিয়ার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীনতার দ্বারা শত্রুর মন থেকে ভয়-ভীতি দূর করে দেওয়া হয়।

১৩. গুনাহের কারণে উপকারী জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

১৪. গুনাহের কারণে মানুষের আয়ু কমে যায় এবং তওবা করার সুযোগ হয় না।

১৫. একজনের গুনাহের জন্য অন্যান্য লোক এমনকি জীবজন্তুকেও কষ্টে পতিত হতে হয়। এর ফলে গুনাহকারী তাদের অভিশাপ পায়।

১৬. হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ হতে গুনাহগারের প্রতি অভিশাপ দেওয়া হয়।
১৭. গুনাহের ফলে ফেরেশতাদের নেক দোয়া হতে বঞ্চিত হতে হয়। অনেক সময় গুনাহের কারণে ফেরেশতা থেকে শুরু করে আসমান ও পৃথিবীর সমুদয় কিছু তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।
১৮. গুনাহের কারণে মানুষের লজ্জা-শরম কমে যায়।
১৯. গুনাহের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার স্মরণ থেকে দিল গাফেল থাকে।
২০. গুনাহর দরুন আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ামত ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে।
২১. গুনাহের ফলে নানা রকম বালা-মসিবতে পড়ে অন্তরে পেরেশানি স্থায়ী হয়ে যায়।
২২. শয়তান গুনাহকারীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে ঈমানহারা করে ফেলে।
২৩. গুনাহ করতে করতে গুনাহের প্রতি ঘৃণার ভাব থাকে না, বরং ভালো বোধ হয়। তখন তা ঈমানহারা হওয়ার কারণ হতে পারে। প্রত্যেক মুসলমানের জানা দরকার, কবরস্থানে যেতে হবে, সব ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে হবে।
২৪. মৃত্যুকালে গুনাহগারের মুখ থেকে কালেমা বের হয় না।
২৫. গুনাহগারদের অনেক সময় তওবা নসিব হয় না। বিনা তওবায় কবরে যেতে হয়। যার পরিণাম হয় খুব ভয়াবহ।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, মানব সমাজে অশান্তির মূল কারণ হলো, ঢালাওভাবে গুনাহের সঙ্গে। বস্তুত দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও সফলতা পেতে হলে, অবশ্যই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত দায়িত্ব।
নিসাব পরিমাণ যাকাত অনাদায়কারী

যে সব কাজ করলে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তওবা ছাড়া পাপ ক্ষমা হয় না, যাকাত অনাদায় তার মধ্যে একটি। যাকাত আদায় না করলে মানুষের রুযী হারাম হয়ে যায়। আর রুযী হারাম হলে কোন ইবাদত কবুল হয় না (সহীহ মুসলিম)
আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَةٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخِلُوا
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

❝ আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, তাদের অর্থ-সম্পদ তাদের জন্য মঙ্গলজনক। বরং তা তাদের

জন্য অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। তারা কৃপণতা করে যা জমা করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তা তাদের কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে ”(ইমরান, ১৮০)।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُون. َ

“ ধ্বংস সুনিশ্চিত ঐ সব মুশরিকদের জন্য যারা যাকাত প্রদান করে না ” (হা-মীম সাজদা, ৭)।

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُون.َ

“ আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তাদের সম্পদগুলো উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে এবং বলা হবে, এই হচ্ছে তোমাদের নিজেদের জন্য জমাকৃত সম্পদ। তোমরা যা জমা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর ”(তওবা, ৩৪-৩৫)।

» :أول ثلاثة يَدْخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرُ مُسَلَّطُ وَذُو ثَرْوَة
عَن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول الله
مِنْ مَالٍ لا يُعْطِي حَقٌّ مَالِهِ وَفَقِيرٌ فَخُور ٌ

আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেন,

'সর্বপ্রথম তিন শ্রেণির লোক জাহান্নামে যাবে- ১. স্বেচ্ছাচারী শাসক;২.যাকাত আদায় করে না এমন ধনাঢ্য ব্যক্তি; ৩. অহংকারী ফকীর'(মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -يَعْنِي شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ » ثُمَّ تَلا...

আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন, আর সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার সে সম্পদকে টেকো মাথাবিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে রূপান্তরিত করা হবে। তার দুই চোখে দুটি কালো বিন্দু থাকবে। ক্বিয়ামতের দিন ঐ সাপকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তার দুই চোঁয়াল কামড়িয়ে ধরে বলতে থাকবে, আমি তোমার জমা করে রাখা সম্পদ। আমি তোমার জমা করে রাখা সম্পদ। তারপর আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাহা সূরা আলে ইমরানের ১৮০ নং আয়াত পড়ে শুনালেন' (সহীহ বুখারী)

বিনা কারণে রমযানের সিয়াম পরিত্যাগকারী

রামাযান মাসের ছিয়াম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। রামাযান মাসের ছিয়াম ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। যা আদায় না করলে মানুষ বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।অনেক গুনাহ ও হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون.َ

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আশা করা যায় তোমরা তাক্বওয়াশীল হবে **”** (বাক্বারা, ১৮৩)।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ
،وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইবনে উমার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি- ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য প্রদান করা; ২. ছালাত আদায় করা; ৩. যাকাত প্রদান করা; ৪. হজ্জ পালন করা; ৫. রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা' (সহীহ বুখারী, হা/৮; সহীহ মুসলিম, হা/১৬ মিশকাত, হা/৪)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَيَّا مَا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُون.َ

এটা গণনাকৃত কয়েকদিন। অতঃপর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্যান্য দিনগুলোতে ছিয়াম পালন করবে। যারা ছিয়াম পালন করতে অক্ষম তারা মিসকীনদের খাওয়াবে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। তবে

তোমাদের ছিয়াম পালন করাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যদি তোমরা তা বুঝতে পারো' (বাক্বারা, ১৮৪)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : هَلَكْتُ. قَالَ : « مَا شَأْنُكَ ، قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ : « تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟». قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قَالَ : لا . قَالَ : (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قال : لا ، قَالَ : « اجْلِسْ ». فَجَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرُ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَل الضَّخْمُ - قَالَ : « خُذْ هَذَا ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ». قَالَ : أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ : « أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ.« َ

আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? সে বলল, আমি রামাযানের ছিয়াম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তুমি কি একটি দাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখ? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ বললেন, তাহলে তুমি কি ক্রমাগত দুই মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ তখন রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন, তুমি বসো। এ সময় রাসূলুল্লাহ-এর বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। নিকট খেজুর ভর্তি একটা পাত্র নিয়ে আসা হল। রাসূলুল্লাহ বললেন, এই পাত্রের খেজুরগুলো তুমি নিয়ে দান করে দাও। লোকটি বলল, মদীনায় আমার অপেক্ষা অধিক গরীব আর কেউ নেই। এটা শুনে নবী হেসে উঠলেন। তাতে তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে গেল। নবী বললেন, তুমি এটা নিয়ে যাও এবং তোমার পরিবারের লোকদের খাওয়াও' (সহীহ বুখারী, হা/৬৭০৯; সহীহ মুসলিম, হা/১১১১; মিশকাত, হা/২০০৪)।

মাপে বা ওজনে কম দানকারী

মাপে কম দেওয়া হারাম। বিষয়টি শুধু ওযনে কম করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মাপের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন পন্থায় হোক প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা হারাম হবে। প্রাপককে প্রাপ্য কম দেওয়া হক্ব নষ্ট করার পাপ। এই প্রাপ্য পরিশোধ না করলে অথবা ক্ষমা না নিলে কিয়ামতের দিন সওয়াব দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। ছওয়াব না থাকলে প্রাপকের পাপ নিতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى.

❝ তোমরা ন্যায্যভাবে ওযন ও মাপ পূর্ণ করো। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার করো যদি সে আত্মীয়ও হয় ❞(আন'আম, ১৫২)।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.

❝ মেপে দেওয়ার সময় মাপে পূর্ণ দাও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করো। এটা উত্তম এবং ভালো পরিণাম ❞ (ইসরা, ৩৫)।

এ আয়াতে মাপ ও ওযন পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, মাপ ও ওযন পূর্ণ না করার জন্য বিক্রেতা দায়ী হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلَا يَظُنُّ
أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.

❝যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত। যারা লোকের কাছ যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয়, দিলা ওযন করে দেয়, তখন

কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে সেই মহাদিবসে" (মুত্বফফিফীন, ১-৫)

এই সমাজে যেনা ছড়িয়ে পড়লে এমন কিছু রোগ হবে, যা অতীতে কোনো দিন কোনো মানুষের হয় নি। আর ইতোমধ্যেই মানুষ এসব রোগ দেখতে পাচ্ছে। ওজন ও পরিমাপে কম দিলে মানুষের উপর ৩টি বিপদ নেমে আসবে :-

ক. দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে। খ. দ্রব্যের সঙ্কট হবে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবে। গ. আর শাসক হবে অত্যাচারী। মানুষ অর্থ-সম্পদের যাকাত না দিলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে।

এমনকি পশু-প্রাণী না থাকলে আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি কোন দিন বৃষ্টি দিতেন না। আর মানুষ যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ ওয়াদা রক্ষা করবে না, যথাযথ আনুগত্য করবে না বরং শরী'আত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের শত্রুকে তাদের উপর চাপিয়ে দিবেন। তখন তারা মুসলিমকে সুযোগ পেয়ে তাদের প্রতি অত্যাচার করবে এবং তাদের অর্থ-সম্পদ লুটে নিয়ে যাবে। আর যখন আলেম সমাজ কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল না করে জাল-যঈফ ও বানানো হাদীসের প্রতি আমল করবে এবং জনগণকে ভুল পথে নিয়ে যাবে। অপরদিকে শাসকগণ মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করবে, তখন তাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হবে ভাখন মানুষ সব ধরনের সংকটের মুখোমুখি হবে (ইবনে মাজাহ, হা/৪০১৯, হাদীছ সহীহ)।

তাছাড়া কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারবে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা সঠিক মাপ ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।

গুনাহের কারণে অন্তর সুস্থ না থাকা, ইসতিক্বামাত তথা অবিচলতা থেকে দুরে সরে যাওয়া এবং অন্তরের ব্যাধি ও দোদুল্যমনার শিকার হওয়া

গুনাহ অন্তরে ঠিক ঐভাবে প্রভাব বিস্তার করে যেভাবে রোগ শরীরের মধ্যে প্রভাব ফেলে। গুনাহের কারণে অন্তর সর্বদা অসুস্থ থাকে। কোনো ঔষধ তাকে আরওগ্যতা দেয় না। কেননা, এর সুস্থতা অন্তরের খাদ্য (অর্থাৎ আল্লাহর যিকির) অর্জিত হয়। গুনাহ তো অন্তরের ব্যাধি আর এর আরওগ্যতা কেবল গুনাহকে পরিত্যাগ করা। আল্লাহর সালিকীনগণ এই কথার ব্যাপারে একমত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর স্বীয় মাওলার (আল্লাহ রাব্বুল আলামিন) সাথে মিলে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জান্নাতকে কখনও হাসিল করতে পারে না। আর অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে জুড়তে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা সুস্থ ও সঠিক না হয়। আর ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তর সুস্থ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এসব ব্যাধির প্রতিকার না করা হয়। প্রতিকার করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তির বিরোধিতা না করা হয়। নফসের প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্তার কারণেই তার ব্যাধিগুলো হয় আর

সেগুলোর প্রতিকার কেবল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা। যদি প্রবৃত্তি অনুসরণের ব্যাধি অন্তরে কঠিনভাবে বসে যায়, তাহলে সেটি তাকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যায় অথবা কমপক্ষে তাকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয়।

নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি তার অন্তরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখে যেমন তার জন্য জান্নাত উত্তম ঠিকানা হয় ঠিক তদ্রুপ ঐ ব্যক্তির জন্য এই দুনিয়া অস্থায়ী জান্নাত সাবেত হয় যে তার প্রবৃত্তির পিছনে পিছনে দৌঁড়ায়। এই উভয় জান্নাতের কোনো আকৃতি বা সুরতের মাঝে সামঞ্জস্য দেওয়া যায় না। যেমনভাবে অস্থায়ী ও স্থায়ী নিয়ামতের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, অনুরূপ উভয় জাহানের মধ্যকার ভিন্নতার মাঝেও।

আল্লাহ তাআলা নিম্নবর্ণিত ইরশাদকে নেআমত ও জাহান্নামের দিক থেকে শুধুমাত্র আখিরাতের জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বুঝা যাবে না। তিনি ইরশাদ করেন-

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍوَ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ(ٍ

“ নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে। এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে ”

বরং সে দুনিয়াবি জীবন, আলমে বরযখ এবং দারুল ক্বারার তথা আখিরাতের জীবন এই তিনটি জগতের মধ্যে নেককারগণ নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত হবে (যে তাদের জন্য দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো অন্তরের প্রশান্তি)। আর দুষ্কর্মীরা জাহান্নামে থাকবে (যে তাদের জন্য দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো পেরেশানি ও হতাশা)। মোটকথা আসল নিয়ামত তো হলো অন্তরের প্রশান্তি আর আসল আযাব ও শাস্তি অন্তরের পেরেশানি ও হতাশা এবং অন্তরের সংকীর্ণতা, চিন্তা, ভয়ভীতি থেকেও বেশি কোনো কিছু হতে পারে কী? আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের সাথে অন্তরের মুখ ফিরিয়ে রাখা এবং গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক বহাল রাখার চেয়ে বেশি কোনো একাকিত্ব ও নির্জনতা হতে পারে কি?

সুতরাং প্রত্যেক ঐ আমল যা মানুষ গায়রুল্লাহর মহব্বতে সেটির কারণে তাকে তিনবার আযাবে পতিত হতে হবে। এব এই দুনিয়ার জীবনে। দুনিয়া অর্জনের পূর্বে তাকে আযাব দেওয়া হয়।

গুনাহের প্রভাব বিষয়ে একটি মূল্যবান কথা

উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের কাছে এ বিষয়ে আরও শিক্ষণীয় কয়েকটি কথা। হুযূর বলেন-

'প্রত্যেকটি কাজের অন্তত দুটি দিক থাকে। একটি হল কাজের বিধান। অর্থাৎ কাজটি ভালো কিংবা মন্দ, বৈধ কিংবা অবৈধ, পাপ কিংবা পুণ্য। আরেকটি হল তার প্রভাব। অর্থাৎ কৃত কাজটির ভালো কিংবা মন্দ প্রভাব, শারীরিক, মানসিক কিংবা বস্তুগত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যত ধরনের কাজকর্ম করে থাকি, প্রত্যেকটিরই বিধানগত দিক যেমন আছে, তেমনি আছে প্রভাবগত দিক। তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে গুনাহের বিধানগত দিক তথা পাপ ও অপরাধগত দিকটি ক্ষমা করে দেওয়ার কথা আছে। প্রভাবগত বিষয়টি দূর করে দেওয়ার ওয়াদা নেই। আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতে, একান্ত দয়া ও মেহেরবানীতে তার প্রভাবও দূর করে দিতে পারেন। তবে সে বিষয়ে কোনো ঘোষণা বা ওয়াদা দেননি।

কোনো ব্যক্তি যদি হঠাৎ বা নিয়মিত কোনো গুনাহ করে, এরপর তাওবা করে। তখন সেই তাওবা কবুল হলে হয়ত সে গুনাহ থেকে ক্ষমা পেয়ে যাবে। তবে গুনাহের প্রভাব ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে মুক্তি পাবে কি না- বলা যায় না। উপরন্তু হঠকারিতাবশত শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে অন্তরে মোহর এঁটে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সেজন্য আমাদের উচিত, সাধ্যের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এরপরও কোনো গোনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করা। এবং ইস্তিগফারের মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়ার আশায় গুনাহ করার মানসিকতা পরিত্যাগ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

গুন্নাহের কারণে নেক আমলের প্রতি অনিহা জন্মায়

মানুষ যখন অনবরত পাপে লিপ্ত থাকে তখন নেক আমলের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেনা। আমলে তৃপ্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে তৃপ্তিহীন হয়ে এক পর্যায়ে আমল ছেড়ে দেয়। অসুস্থ ব্যক্তি যেমন খাবারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তদ্রুপ গুনাহের কারণে মানুষের অন্তরও অসুস্থ হয়ে যায়, সেও ইবাদতের প্রতি হয়ে যায় অনাগ্রহী।

মুমিন জীবনে নেক আমলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নেক আমল ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব যাই হোক প্রতিটির আলাদা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরস্থায়ী সুখময় জান্নাতলাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে নেক আমলও অপরিহার্য। এরপরও নেক আমলের ব্যাপারে আমরা অনেকে চরম অবহেলা প্রদর্শন করি। নেক আমল করতে আমাদের অনেকের কাছে একদম ভালো লাগে না। নেক আমলে অনীহা আমাদের জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনে। নেক আমলে অনীহার অনেক কারণ রয়েছে।

অন্তর থেকে তাকওয়া-পরহেযগারী ও আল্লাহর ভয় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া

মানুষ গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার বড় একটি কারণ হলো, তাকওয়া ও খোদাভীতি শেষ হয়ে যাওয়া। কেননা, তাকওয়া ও খোদাভীতি এমন একটি শক্তি, যা মানুষকে গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এই শক্তির উপস্থিতিতে মুমিন ব্যক্তির মন-মগজের মধ্যে সবসময়ই এই চিন্তা-ভাবনাই থাকে যে প্রতিটি সময়ের কার্যক্রমগুলো নোট করা হচ্ছে, লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। তার আমলের রেকর্ড প্রতিনিয়ত তৈরি করা হচ্ছে। দুই ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে ডিউটিরত আছে। যারা প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব এবং তার ছোট থেকে ছোট কাজের নোটও করছে।

তাই এ আসল ব্যাপারটা যখন তার ভালোভাবে বুঝে আসে, তারপর থেকে কোনো সময় কোনো কাজ করার পূর্বে সে অবশ্যই ভাবে যে, কোথাও আবার একাজটি আমার মাবুদের অসন্তুষ্টির কারণ তো হয়ে যাবে না! অতএব আল্লাহ তাআলার ভয় ও আশঙ্কা তাকে গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখে ও গুনাহ থেকে তাকে বাঁধাপ্রদান করে। কিন্তু যখনি আখিরাতের প্রতি মানুষের পরিপূর্ণ একিন ও দৃঢ়বিশ্বাস না থাকে তখনই মরার পর আখিরাতে আমাদেরকে আমাদের রবের দরবারে নিজেদের আমলের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে সেই ধ্যান ও খেয়ালটাও তার অন্তর থেকে বেরিয়ে যায়। এমন ব্যক্তি বিনা দ্বিধায় কোনো ভয় ভীতি না রেখে গুনাহের কাদামাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকে।ভাতি না রেখে গুনাহের কাদামাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকে। আর নিজের এই দুর্গন্ধময় চিন্তা-ভাবনার প্রচার প্রসার করতে থাকে যে, এ তো চারদিনের জীবন, এনজয় করে নাও, মওজ মাস্তি করে নাও, জানা নেই সামনে কী আছে? এমন যেন না হয় যে, এখানকার আরাম আয়েশ ও ভোগ-বিলাস থেকেও মাহরুম হতে হয় আর সামনের জিন্দেগিতেও কিছু না মিলে।
কেউ তো বলে, যদি এসব গুনাহ হয়ে থাকে, তাহলে এখানকার সবাই এমন করে যাচ্ছে, তাহলে সবাই খারাপ। বাকি রইল হিসাব কিতাবের ব্যাপারটি। সুতরাং যখন হিসাব নিকাশের বিষয় সামনে আসবে তখন দেখা যাবে। আসতাগফিরুল্লাহ। কতো জাহেল ও নাদান কিসিমের লোক এই দুনিয়ার খেল-তামাশাকেই জীবনের আসল মাকসাদ ধরে নিয়েছে। গুনাহকে তো গুনাহই মনে করছে না। ওয়াজ নসিহতেও হৃদয় বিগলিত হয় না। বরং বড় প্রতাপের সাথে বলে বেড়ায়'এই মজাদার জীবনের স্বাদ নাও; যা ইচ্ছে তাই করো। মনে যা আসে করতে থাক। কেননা, পরজগৎ বলে কিছু নেই। কেউ কি দেখেছে পরজগতকে? এমন লোকও তো আছে যারা আল্লাহ তাআলাকে সামান্য পরিমাণ ভয়ও করে না। যদি কখনও তাদের মুখ থেকে বের হয়ে আসে, তাওবা তাওবা। আল্লাহ মাফ করো। এমন লোকদের থেকে আল্লাহর

কাছে পানাহ চাই অথবা এমন কাজ কারবার থেকে পানাহ চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো কেবল মুখের বুলি। মুসলিম হিসেবে মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। আর যদি তাদের এই মুখের কথাকে সত্য মনে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে মানতেই হয় যে- তাদের কাজকর্ম অবশ্যই আল্লাহভীতির বিপরীত রয়েছে। অতএব প্রকৃতপক্ষে খোদাভীতি, তাকওয়া ও পরহেযগারী হলো, গুনাহে লিপ্ত হওয়াকে বাঁধাপ্রদান করে আখিরাতে কামিয়াব ও সফল বানায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে হাকিমের মধ্যে তাঁর ভয়ে ভীতদের উচু মর্তবার কথা বর্ণনা করেছেন-

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

" যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে (দাঁড়িয়ে জীবনের হিসাব নিকাশ দেওয়ার জন্য) পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দুটি উদ্যান "।

** সূরা আর রাহমান: ৪৬

এর মানে হলো, আল্লাহকে ভয় করতে করতে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং এরই ভিত্তিতে গুনাহ থেকে বেঁচে থেকেছে। কুরআনে হাকিমে অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআলাকে ভয়কারীর ঠিকানা এভাবেই শনাক্ত করেছেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

" পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত "

লোক দেখানো আমল অতঃপর সেই গুনাহের শাস্তি

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে-

عن أبي هريرة قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ . وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ "

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ,দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ভোগবিলাসী ব্যক্তি যেমন জাহান্নামের শাস্তি স্পর্শ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের স্বাদ ভুলে যাবে তেমনি দুনিয়ার সবচেয়ে দুস্থ ও কঠোর অবস্থার সম্মুখীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্রই দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের যাতনা তুলে যাবে।

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে শহীদ হয়েছিল। তাঁকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর নিয়ামতরাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে (যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন- এর বিনিময়ে 'কী আমল করেছিলে?'' সে বলবে, আমি তোমারই পথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। সম্পদ ব্যয়ের এমন কোনো খাত বাকি নেই যাতে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ করো, আমি সে খাতে তোমার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্য তা করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে অভিহিত করে। (সুতরাং দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে। সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ।

গুনাহের কালিমা ও তার রঙ যখন অন্তরকে ঘিরে নেয়

গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরা নিজের সাথে ও অন্যের সাথে ছলছাতুরি করে গুনাহ করে যেতে থাকে, খারাপ ও গর্হিত কাজ করে যেতে থাকে আর মনে মনে ভাবে যা করছে ঠিকই করছে। অতঃপর গুনাহ করতে করতে তার অবস্থার এমন অবনতি হয় যে, তার অন্তরই মরে যায়। এখন সে গুনাহ ও পাপাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কদম উঠানোর জন্য যেকোনো প্রকারের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই হলো, দুর্ভাগার শেষ পর্যায়, যে তার অন্তর মরে যাওয়া শুরু করে এবং আস্তে আস্তে অন্তর একেবারেই অন্তরের মৃত্যু হয়ে যায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য নিম্ন বর্ণিত হাদীসে আমাদেরকে রাহনুমায়ি করেন, আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : إِنِ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ تَكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذكر الله تعالى ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

সাইয়িদুনা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "অবশ্যই যখন মুমিন কোনো গুনাহ করে ফেলে তখন তার অন্তরের মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। অতঃপর যখন সে তাওবা করে নেয়, গুনাহকে পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তার অন্তরের সেই কালো দাগটি মুছে দেওয়া হয়। আর যদি সে তাওবা করার পরিবর্তে বেশি বেশি গুনাহ করে, তাহলে (এই গুনাহের আধিক্যতার কারণে) তার অন্তরও বেশি কালো হয়ে যায়। অবশেষে সেটি তার অন্তরকে ঢেকে ফেলে। এ হলো সেই মরিচা যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেছেন, 'এটা কখনও নয়, বরং তাদের অন্তরের ওপর গুনাহের মরিচা লেগে আছে, যা তারা প্রতিনিয়ত উপার্জন উপার্জন করেছে।

গুনাহগারদের বন্ধুত্বের আশাকারীদের আলামত

عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - : إِنْ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ

فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ كَلَا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرْتُهُ عَلَى الْحَقِّ أطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا.

وفي موضع آخر أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم

সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "বনি ইসরাইলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে দোষ পতিত হয়, কোনো ভাইয়ের মধ্যে গুনাহ দেখলে তাকে নিষেধ করতেন। বলতেন, আরে ভাই, আল্লাহকে ভয় করো আর যা তুমি করছ, তা পরিত্যাগ করো। এটি তোমার জন্য বৈধ নয়। অতঃপর তার সাথে পরের দিন মোলাকাত হলে বিলকুল নিষেধ করতেন না। আর এর কারণ হলো, সে তার সাথে খানাপিনাকারী, উপবেশনকারী হতে চায়। যখন তারা নিজেদের মোআমালা এভাবে করে নিল তখন আল্লাহ তাআলা তাদের দিল একে অপরের সাথে মিলিয়ে দিল। (যার খারাপ ও গর্হিত কাজের ওপর ঘৃণা আসা উচিত ছিল সে খারাপ কাজে লিপ্ত

وَالْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ : لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُون َ
﴿

বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। (সূরা মায়েদা: ৭৮-৮১)

অতঃপর রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে থাক এবং জালিমদের হাত ধরে রাখবে আর অবশ্যই জালিমকে হকের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেবে। আর তাকে হকের ব্যাপারে অপূর্ণাঙ্গ

মনে করবে। যদি এমন না করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরসমূহকেও একে অপরের সাথে মিলিয়ে অনেকেই দুরাচার। (সূরা মায়েদা: ৭৮-৮১)

অতঃপর রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে থাক এবং জালিমদের হাত ধরে রাখবে আর অবশ্যই জালিমকে হকের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেবে। আর তাকে হকের ব্যাপারে অপূর্ণাঙ্গ মনে করবে। যদি এমন না করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরসমূহকেও একে অপরের সাথে মিলিয়ে দেবেন। তোমাদের ওপরেও অনুরূপ লানত করবেন যেরূপ তাদেরকে করেছেন। (অর্থাৎ ইয়াহুদি নাসারাদের মত) ৪৯

হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহাস সালাম দুনিয়াতে আসার অনেক আগে বনি ইসরাইলের কোনো এক নবী বুখতে নসরকে

বলল-

আমাদের খারাপ আমলের কারণে (যা আমাদেরই হাতের উপার্জন) আপনি আমাদের ওপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দিলেন যে কিনা আমাদেরকেও চিনে না আর না আমাদের ওপর রহম করে। তখন বুখতে নসর নবী দানিয়েল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন- আমাকে কোন জিনিস আপনার জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন- আমার জাতি নিজের ওপর জুলুম করার কারণে ও তোর অপরাধগুলো বেড়ে যাওয়ার কারণে।

শয়তান মানুষকে গুনাহে ভরপুর জীবনকে সুশোভিত করে দেখায়

এভাবেই শয়তান তার সামনে গুনাহ, অবাধ্যতা ও আল্লাহর নাফরমানিতে ভরা জীবনকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুশোভিত করে তার সম্মুখে মেলে ধরে। এই বিষয়টিকেই আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমের মধ্যে এভাবে আলোচনা করেছেন-

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا -وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ(

পার্থিব জীবনকে কাফিরদের জন্য (দ্বীন ইসলামকে অস্বীকারকারীদের জন্য) সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। (যখন) তারা ঈমানদারদেরকে (দুনিয়ার দৃষ্টিতে তাদেরকে সুখি না দেখে তাদের প্রতি) লক্ষ্য করে হাসাহাসি করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেযগার তারা সেই কাফিরদের

তুলনায় কিয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুজি দান করেন।
অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون﴾ ◌َ

এমনিভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে।
অতএব যে সকল কাজ সত্যকে অস্বীকারকারী কাফিররা করে বেড়াচ্ছে, এসবই তাদের নিকট সুন্দর ও সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। এই সকল খারাপ কাজগুলো তাদের নিকট খারাপই মনে হয় না, তাহলে তা পরিত্যাগ কেমনে করবে?

অন্য আরেক স্থানে আল্লাহ তাআলা আরও সুস্পষ্ট আকারে বর্ণনা করেন এভাবে-

زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين﴾◌َ

তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করে দেওয়া হলো। (তাই তারা স্বীয় কুফরি থেকে ফিরে আসে না) আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

আরেক জায়গায় আল্লাহ পাক নিজেদের গর্হিত ও গুনাহর কাজগুলো (ভালো ও উত্তম কাজ যারা মনে করে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্টতার সাথে তাদের গোমরাহ তথা পথভ্রষ্ট হিসেবে) নির্ধারিত করেন। তিনি ইরশাদ করেন-

১৭সূরা বাকারা: ২১২
১৮সূরা আনআম: ১২২
১৯সূরা তাওবা:৩৭

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَوَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ◌َ

যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথ

প্রদর্শন করেন।সুতরাং আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তারা যা করে।

আইওমের উস্তাদের নসিহা

জুবায়ের উস্তাদ: কষ্ট করে হলেও একটা ভালো আমল করলে স্টো আমাদের সাথে থেকে যাবে।এই কষ্টটা আমাদের সাথে থাকবে কবরে , হাশরে।অবশেষে আমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে। ঠিক তেমনি ভাবে অল্প একটু আনন্দ বা শান্তির জন্যে গুন্নাহ করলে।এই আনন্দ বেশি সময় স্থায়ী হবে না আর গুন্নাহ থেকে যাবে। এই গুন্নাহ আমাদের কবরে থাকবে,হাশরে থাকবে অবশেষে আমাদের জাহান্নামে নিয়ে ফেলে দিবে। আল্লাহুমাগফিরলি। উস্তাদের এই নসিহা আমাদের সবসময় মনে রাখা দরকার। আল্লাহ আমাদের সবাই কে গুন্নাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুক। আমিন।

শেষ কথা- লেখায় যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সেটা আমার নিজের ছিল। আর যদি কোন উপকার হয় সেটা আল্লাহ ছিল। আল্লাহ সুবহানা তা'য়ালা আমাদের দ্বীনের পথে থাকার তাওফিক দিক আর সকল প্রকার গুনাহ ও খারাপ কাজ থেকে হেফাজত করুক আমিন! শুরুতে এবং শেষে,সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

তথ্যসূত্র:কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত, গুনাহ থেকে ফিরে আসুন,মাসিক আল কাউসার,রাহে বেলায়েত,The fajr.com,Muslim bangla, Jogonews, Facebook collected.